**চিরন্তন মোজেজা**

 **মানব কল্যাণের মিমিত্তে তাদের** **হেদায়াত** **লাভের উদ্দেশ্যে** **আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং তার সাথে সাথে কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদাল করে থাকেন । যাকে বলা হয় মোজেজা । হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর মোজেজা ছিল তার “তখতো” বা তখতা । তিনি ছিলেন গোটা পৃথিবী বাদশাহ । যখন যে এলাকা ভ্রমন করার প্রয়োজন মনে করতেন তখন তিনি তার তখতায় চড়ে মুহূর্তের সেই এলাকা ঘুরিয়ে আসতেন । তার তখতো ছিল বিশাল । বর্ণিত আছে যে, এটি ছিল দৈর্ঘে তিন মেইল ও প্রস্থে এক মেইল এবংপরুত্ত্বে এক ফুট,যার চারি ধার স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো ছিল । তিনি এটিতে চড়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতেন । এটি ছিল তার শ্রেষ্ঠ মোজেজা । তার ইন্তেকালের সাথে সাথে তার মোজেজাও শেষ হয়ে যায় । আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বিনে কলে কোন তখতো আর হাওয়ায় চলবেনা । এমন কেরামতি আর কেউ দেখাতে পারবেনা ।**

 **হযরত মুসা(আঃ)-এর মোজেজা ছিল তার হাতের লাঠি ।সে সময় বাদশাহ ফেরাউনের রজত্ত্বে যাদুর প্রভাব বেশী ছিল । যাদু শিক্তি দিয়ে তারা নানা রকম কসরত দেখাত । মহান আল্লাহপাক তার লাঠিতে এক অলৌকিক মোজেজে প্রদান করলেন । আল্লাহ মুসা(আঃ)-কে বললেন, হে মুসা ! তোমার হাতের লাঠি মাটিতে ছুড়ে দাও । মুসা(আঃ) তার হাতের লাঠি মাটিতে ছুড়ে দিলেন । সংগে সংগে সেটি একটি বিরাট অজগর সর্পে পরিণত হয়ে গেল ।হযরত মুসা(আঃ) প্রচন্ড ভাবে ভুয় পেয়ে গেলেন । আল্লাহ মুসা(আঃ)-কে বললেন, ভয় পেয়না, তুমি সাপটিকে ধর ।মুসা(আঃ) ভয়ে ভয়ে উক্ত সাপটিকে ধরলেন । সংগে সংগে সাপটি পূর্বের ন্যায় লাঠিতে পরিণত হল ।হযরত মুসা(আঃ)-এর মৃত্যুর পর তার লাঠির সাপ হওয়ার মোজেজাও শেষ হয়ে গেছে । কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন দিন কোন লাঠি সাপ হবেনা ।**

 **আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেজা ছিল জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রুগীকে ভাল করা । তিনি যখন জন্মথেকেই কানা রুগীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন সংগে সংগে সে ভাল হয়ে যেত এবং সব কিছুই দেখতে পারত । কুষ্ঠ রুগীর শরীরে হাত বুলিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই তার কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়ে যেত । হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তার মোজেজাও শেষ হয়ে গেছে । কিয়ামত পর্যন্ত আর কেহ গায়ে হাত বুলিয়ে জন্মান্ধ বা কুষ্ঠ রুগী ভাল করতে পারবেনা ।**

 **আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) ছিলেন একজন কর্মকার । তিনি লোহার তৈরী বিভিন্ন জিনিষপত্র**

**বানাতেন।তিনি যখন লোহা হাতের মুষ্টির মদ্ধে চেপে ধরতেন,সংগে সংগে লোহা গলে পানি হয়ে যেত ।**

**তার লোহার জিনিষ তৈরী করতে কখনই আগুনের প্রয়োজন হত না । তিনি ইন্তেকালের পর আর কেও লোহা চেপে ধরে পানি বানারে পারেন নাই । তার মৃত্যুর সাথে সাথে লোহা গলানোর মোজেজাও শেষ হয়ে গেছে।কেয়ামত পর্যন্ত আর কেহই হাতের মুষ্টির মদ্ধে চেপে ধরে লোহাকে পানি বানাতে পারবেনা ।**

 **শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে মহান আল্লাহ তায়ালা তিন হাজার রকমের মোজেজা দান করেছিলেন । তাঁর শ্রেষ্ঠ মোজেজা ছিল মোহা গ্রন্থ “আল কুরআন “ । পবিত্র কুরআনে আছে সমাজ নীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য নীতি, পারিবারিক আইন-কানুন, পররাস্ট্র নীতি, কৃষি বিজান, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান , ভূবিদ্যা , জ্যোতির্বিদ্যা , ভূগোল, চিকিৎসা বিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান,ভ্রুণ বিদ্যা, পানি চক্র, এক কথায় সমগ্র মানব জাতির চলার জন্য সুসুংবদ্ধ নির্ভুল সংবিধান । পবিত্র কুরআনের আলোকে জীবন ধারণ করলে দেশে চোর থাকবেনা, ডাকাত থাকবেনা, সুদখোর ঘুষখোর থাকবেনা, লুচ্চ-বদমাইশ থাকবেনা, ত্রাণের চালচোর গমচোর থাকবেনা, পরের অর্থ আত্মসাৎকারী থাকবেনা, দেশে রাহাজানী থাকবেনা, দেশ স্বর্ণরাজ্যে পরিণত হবে এবং দেশবাসী অনাবিল আনন্দ উপভোগ করবে ।আল্লাহ বলেছেন, “ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আন, আমলে সালেহ কর এবং কুরআন মোতাবেক জীবন যাপন কর, সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে জীবনের চলার পথে বাস্তবায়ন কর, তবে আমি আসমানে ও যমিনে আমার কল্যাণের দুয়ার খুলে দিব । কিন্তু আমরা কুরআন অনুযায়ী চলিনা, কুরআনকে বাদ দিয়ে মানবরচিত বিধান অনুযায়ী চলি,কুরআনের কিছু অংশ মানি, কিছু অংশ মানিনা, বরং অস্বীকার করি । ফলে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা খোদার রোষানলে পড়েছি এবং দেশবাসী বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছি । কুরআন মেনে চললে, কুরআনের সংবিধান মোতাবেক দেশ পরিচালিত হলে কখনওই এমনটি হতনা । কারণ পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোৎকৃষ্ট মোজেজা । আল্লাহর রাসুল**

 **হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তাকালের পর পবিত্র কুরআনের বিলুপি ঘটে নাই । আজও অবিকৃত অবস্থসায় রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে । আল্লাহপাক কিয়ামত পর্যন্ত এর হেফাজতের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন । সুতরাং পবিত্র কুরআনই হচ্ছে চিরন্তন মোজেজা যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে ।**